ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ, ওয়াসা ভবন

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৪৮ তারিখঃ ১৫/০১/২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

০৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় "ওয়াসার তাকসিমের যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ বাড়ি !"- শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এটি একটি ঢাহা মিথ্যা, বানোয়াট প্রতিবেদন বিধায় ঢাকা ওয়াসা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করছে। উল্লেখ্য, ০৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখেই সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসা এ প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছেঃ

শিরোনামসহ প্রকাশিত সংবাদটি হীন উদ্দেশ্য প্রনোদিত, কল্পনা প্রসূত, ভিত্তিহীন ধ্যান ধারনার উপর তৈরি প্রতিবেদন। বাস্তবতার সাথে প্রকাশিত প্রতিবেদনের কোনই সামঞ্জস্য নেই। প্রতিবেদনে উল্লেখিত ঠিকানায় এ রকম কোন বাড়ির মালিকানা ঢাকা ওয়াসা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খান এর নেই। (বরং, উনার স্ত্রী, যিনি বিগত পঁচিশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন, তাঁর নামে একটি এ্যাপার্টমেন্ট আছে মাত্র)। একটি স্বার্থান্বেষী মহল হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ জাতীয় মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রতিবেদন করিয়েছে। ঢাকা ওয়াসার এ জাতীয় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

প্রথমতঃ যেখানে প্রকৌশলী তাকসিম এ খান এর নামে যুক্তরাষ্ট্রে কোন বাড়িই নেই, সেখানে কল্পিত সব 'বাড়ির দাম টাকার অংকে হাজার কোটি ছাড়াবে'- এরুপ সংবাদ পরিবেশন শুধু মিথ্যাচারই নয়, একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্মঠ, সফল ব্যবস্থাপনার রুপকারের মান সন্মানের উপর আঘাতের সামিল।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি (ঢাকা ওয়াসার প্যানেল আইনজীবি) ব্যারিস্টার সৈয়দ মাহসিব হোসেন আলোচ্য পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন এর মহামান্য বিচারপতি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও মহামান্য বিচারপতি জনাব খিজির হায়াত এর আদালতের সদয় দৃষ্টি আকষণ করে জানতে চান যে, দুদকে আদালত থেকে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কিনা। জবাবে মহামান্য বিচারপতি মহোদয়গণের আদালত থেকে জানানো হয় যে, দুদককে আলোচ্য প্রতিবেদন নিয়ে এমন কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। এতে পরিষ্কার যে, কুচক্রী মহল এ ধরনের মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

যাহোক, এক সময়ে যে ঢাকা শহরে পানির জন্য হাহাকার ছিল, সেই মহানগরীতেই ২০১০ সালে **'ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা'** কর্মসূচীর অলোকে ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ও পয়ঃ সেবা ঢেলে সাজানোর তথা আধুনিকায়নের জন্য দুইটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরি করে। মাষ্টার প্ল্যান দুটি তৈরির রুপকার এই ভিশনারি প্রকৌশলী তাকসিম এ খান । ওয়াটার মাষ্টার প্ল্যান এর আওতায় এরই মধ্যে রাজধানিবাসিকে দৈনিক পানি চাহিদার শতভাগ ঢাকা ওয়াসা সরবরাহ করছে। প্রসংগতঃ বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার পানি উৎপাদন সক্ষমতা চাহিদার চেয়ে বেশী। দৈনিক চাহিদা যেখানে প্রায় ২৪৫ থেকে ২৫০ কোটি লিটার, সেখানে দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা ২৭০ থেকে ২৭৫ কোটি লিটার।

১৫/১/২০২৩

বর্তমান সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ঢাকা ওয়াসা আজ পানি সরবরাহে পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও গণমুখী পানি ব্যবস্থাপনায় শতভাগ সফলতা দেখিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা **'রোল মডেল'** বলে উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাগুলি উল্লেখ করছে।

এই যখন প্রকৃত অবস্থা, সেখানে, প্রকৌশলী তাকসিম এ খান এর নামে কল্পিত গোয়েন্দা বাহিনীর নাম ব্যবহার করে এরুপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা নীতি নৈতিকতার সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিবেচনার দাবী রাখে।

পরিশেষে, ঢাকা ওয়াসা পুরো প্রতিবেদনটি একটি হীন অপপ্রচার বলে গন্য করছে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২৫।১।২০২৩

এ. এম. মোস্তফা তারেক

উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা

ঢাকা ওয়াসা।